নারায়নগঞ্জ থেকে পাঁচ দিনে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা মানুষদের নিয়ে আতংকে আছেন চুয়াডাঙ্গার সচেতন মানুষরা। এদের মাধ্যমেই চুয়াডাঙ্গায় করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা করছেন অনেকে। এ দুটি জেলা থেকে অনেকেই চুয়াডাঙ্গায় ফিরে ঘরে না থেকে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ দিনে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন। তাদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ৩৯৭ জন। নতুন কেউ আক্রান্ত জেলা থেকে এলেই তাকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, অতি সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামে নারায়নগঞ্জ থেকে আসেন এক যুবক। এসেই সে গা ঢাকা দিয়েছে। তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার আত্মগোপনে থাকার কারণে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে আতংক। পৌর এলাকার মুন্সীপাড়ার এক যুবকও নারায়নগঞ্জ থেকে এসে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানান, জেলা প্রশাসন কঠোর অবস্থানে আছে। ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা কাউকে কোনোক্রমেই ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। তাদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হবে। কেউ গোপনে এসে থাকলে প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রেই করোনার উৎপত্তি, চীনে না, বললেন

মার্কিন অধ্যাপক

সারা বিশ্বে চলছে করোনা আতঙ্ক। এরই মধ্যে করোনা চীনের তৈরি জৈব রাসায়নিক বোমা বলে অভিযোগ উঠেছে একাধিকবার। তবে এবার ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের দাবি যুক্তরাষ্ট্রেই তৈরি হয়েছে করোনাভাইরাস এবং এর উন্নয়নের কাজ করেছে চীন।

যুক্তরাষ্ট্রের জুম প্যানেলের এক আলোচনা সভায় এ তথ্য জানায় ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনোরিটি অ্যাফেয়ার্স এন্ড ডাইভার্সিটির সহ সভাপতি রিকি হল। তিনি বলেন আমরা এখনো সঠিক জানি না ভাইরাস কোথায় তৈরি হয়েছে তবে এটি যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হওয়ার অনেক বেশি সম্ভাবনা আছে।

এদিকে আন্তজার্তিক গণমাধ্যম ফক্স নিউজ বলছে, উহানের ল্যাব থেকে করোনা ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে এর আগে একাধিকবার প্রমাণ দিয়েছে মার্কিন সরকার। তবে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে চীন সরকার। যথেষ্ঠ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বারবার দায় অস্বীকার করছে চীন। এদিকে ভাইরাসটি আসলেই উহানের ল্যাবে তৈরি হয়েছে কিনা এ বিষয়ে খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
সূত্র- কালের কণ্ঠ

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা সনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি। আজ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা করোনা মুক্ত বলে জানান মেহেরপুর সিভিল সার্জন।

আজ বৃহস্পতিবার ২২ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে বুধবার পর্যন্ত রিপোর্ট এসেছিল ৮৪ জনের মোট মেহেরপুর জেলায় ১০৬ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৪১ জন করোনায় আক্রান্ত

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন ১০ জন। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৬০ জনে। এছাড়া দেশে আজ করোনা শনাক্ত হয়েছে ৩৪১ জন। এ নিয়ে মোট করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫৭২ জনে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে করোনাভাইরাস নিয়ে নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডা. নাসিমা সুলতানা।

তিনি জানান, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ২০১৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

দেশে করোনায় ২৪ ঘণ্টায় ১০ জনের মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সর্বমোট ৬০ জনের মৃত্যু হলো কোভিড-১৯ রোগে।

বৃহস্পতিবার বিকালে করোনাভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে মহাখালীর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে সরাসরি অনলাইন লাইভ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে..

আইইডিসিআর’র ৪ কর্মী করোনা আক্রান্ত, ‘সব কর্মকর্তা কোয়ারেন্টিনে’

রোগতত্ত্ব, নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) চার জন কর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এই চারজনই ল্যাব টেকনোলজিস্ট। এ তথ্য মানবজমিনকে নিশ্চিত করেছেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এস এম আলমগীর।

তিনি জানান, চারজনের করোনা ধরা পড়ার পর অন্যদের পরীক্ষা করা হয়েছে।

আর কারও ধরা পড়েনি। তবে আমরা সবাই সেলফ কোয়ারেন্টিনে আছি। অন্য ভবন থেকে কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। আক্রান্ত চারজনকে মহাখালীর সংক্রামকব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

দেশের করোনা আক্রান্ত রোগীদের নমুনা শুরুতে শুধু আইইডিসিআরেই পরীক্ষা হতো। শুরুর দিকে অনেকে সশরীরে হাজির হয়ে সেখানে নমুনা দিয়ে যান। পরে অবশ্য সারা দেশে পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। সূত্র-মানবজমিন

ব্যবসায়ীর খাটের ভেতর মিলল টিসিবির ১২৩৮ লিটার সয়াবিন তেল

রংপুর নগরের পার্বতীপুর এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়ির খাটের ভেতর লুকিয়ে রাখা টিসিবির ১ হাজার ২৩৮ লিটার সয়াবিন তেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

গতকাল রাতে পার্বতীপুর এলাকার হানিফ মিয়া বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) এসব ভোজ্যতেল উদ্ধার করে রংপুর মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি)। এ সময় হানিফ মিয়া ও লাল মিয়া নামের দুজনকে আটক করা হয়েছে। রংপুর মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (ডিবি অ্যান্ড মিডিয়া) উত্তম প্রসাদ পাঠক ভোজ্যতেল উদ্ধার করার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

উত্তম প্রসাদ পাঠক বলেন, গতকাল রাত ১১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নগরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পার্বতীপুর ঈদগাহ মাঠসংলগ্ন এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালায় ডিবি পুলিশ। এ সময় ওই বাড়ির বক্সখাটের ভেতরে রাখা টিসিবির সিল মারা ৫ লিটারের ১৪৪টি ও ২ লিটার তেলের ২৫৯টি বোতল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া সয়াবিন তেলের আনুমানিক মূল্য ৯৯ হাজার ৪০ টাকা। এ সময় ওই বাড়ির মালিক হানিফ মিয়া (৫৮) ও মালামাল সরবরাহকারী লাল মিয়াকে (৫২) আটক করে পুলিশ। এসব ভোজ্যতেল তাঁরা অবৈধভাবে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে টিসিবির ডিলারদের কাছ থেকে কম দামে কিনে মজুত করে রেখেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, করোনাভাইরাসের প্রভাবে বিপর্যস্ত গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য সরকার টিসিবির ন্যায্যমূল্যে পণ্য ডিলারদের মাধ্যমে বিক্রি করছে। কিন্তু রংপুর নগরের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অবৈধভাবে তা মজুত করে রাখছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে রংপুর মহানগর পুলিশ নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। সূত্র-প্রথম আলো

খুলনায় সংগ্রহ করা নমুনা ত্রুটিপূর্ণ, বাতিল হলো ৩০০টি

সংগ্রহের প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় খুলনার বিভিন্ন উপজেলা ও বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে পরীক্ষার জন্য আসা অনেক নমুনাই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আবার অনেক নমুনা কোনো রকমে পরীক্ষা করা হচ্ছে। খুলনা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে স্থাপিত করোনাভাইরাস পরীক্ষার ল্যাবের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, করোনাভাইরাস একটি নতুন ভাইরাস। এ কারণে যাঁরা নমুনা সংগ্রহ করছেন, তাঁদের সংগ্রহ পদ্ধতি হয়তো ভালোভাবে জানা নেই, তাই এ সমস্যা হচ্ছে। প্রথম দিকে প্রায় প্রতিটি নমুনাই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তবে সংগ্রহকারীদের সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়ার পর এখন সংগ্রহ করা নমুনা কিছুটা ভালো পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা বলছেন, প্রতিদিনই বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হচ্ছে। তবে সেসব নমুনার কোনোটিই সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হয়নি। সঠিক পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে মাত্র ২০ শতাংশ। তবে যেভাবে নমুনা পাওয়া যাচ্ছে, তা দিয়েই পরীক্ষা কার্যক্রম চলছে। প্রথম দিকে অর্থাৎ ৬, ৭ ও ৮ এপ্রিলের পাওয়া বেশির ভাগ নমুনাই নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে তিন শর মতো নমুনা বাতিল করতে হয়েছে।

করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের একটি পরীক্ষাগারকে বায়ো-সেফটি পরীক্ষাগার হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। আর সেখানেই প্রতিস্থাপন করা হয়েছে পিসিআর যন্ত্র। ৪ এপ্রিল পরীক্ষাগারটি পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায়। পরীক্ষাগার–সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের পর ৭ এপ্রিল সেটি উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনের প্রথম দিন পরীক্ষার জন্য বিভাগের বিভিন্ন জেলার ১২টি নমুনা পিসিআর যন্ত্রে বসানো হয়। পরদিন ১০টি বাড়িয়ে ২২টি পরীক্ষা করা হয়। আর গত বৃহস্পতিবার ৩৪টি, শুক্রবার ৩৭টি, শনিবার ২২টি ও রোববার ২২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়া সোমবার ৪৩টি ও মঙ্গলবার ৬০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

খুলনায় পরীক্ষা করা ওই নমুনার মধ্যে চারটিতে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সোমবার ওই পরীক্ষাগারে প্রথমবারের মতো কোনো নমুনা করোনাভাইরাস ধরা পড়ে। ওই দিন যাঁর নমুনায় করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়, তাঁর বাড়ি যশোরের মনিরামপুর উপজেলায়। পরদিন মঙ্গলবার দুজনের নমুনায় পাওয়া যায় করোনাভাইরাস। ওই দুজনের একজন খুলনা নগরের, অন্যজনের বাড়ি নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায়। সর্বশেষ মঙ্গলবার বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার একজনের নমুনায় করোনাভাইরাস পাওয়া গেছে।

ওই পরীক্ষাগারের একমাত্র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে আছেন মো. সেলিমুজ্জামান। জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গা থেকে ৬০-১০০টি পর্যন্ত নমুনা পাঠানো হচ্ছে। তবে কোনো নমুনাই শতভাগ সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে না। ২০ শতাংশ নমুনা কিছুটা ভালো মানের। অন্যগুলোর মান একেবারেই ভালো নয়। এ কারণে অনেক নমুনা বাদ দিতে হচ্ছে, আবার অনেক নমুনা খুব কষ্ট করে পরীক্ষা করতে হচ্ছে। করোনাভাইরাসের নমুনা সংগ্রহকারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন তিনি।

পরীক্ষাগারের দায়িত্বে থাকা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এস এম তুষার আলম বলেন, খুব বেশি নমুনা স্টক করে রাখা নেই। তবে প্রথম দিকে যেসব নমুনা পাওয়া গিয়েছিল, তার বেশির ভাগই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এ কারণে অনেক নমুনা বাদ দিতে হয়েছে।

জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, খুলনার পরিচালক রাশেদা সুলতানা প্রথম আলোকে বলেন, প্রথম দিকে পাওয়া নমুনাগুলোর বেশির ভাগই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তবে ওই সমস্যা অনেকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। নমুনা সংগ্রহকারীদের কয়েকবার অনলাইনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সূত্র-প্রথম আলো

করোনায় আক্রান্ত শুনে

পালালেন, ধরা পড়ে এখন আইসোলেশনে

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন শুনে ঢাকায় আইসোলেশনে না থেকে পালিয়ে সুনামগঞ্জে বাড়িতে চলে যান এক যুবক। স্বাস্থ্য বিভাগ বিষয়টি জানতে পেরে গতকাল বুধবার রাতে তাঁকে আইসোলেশনে নিয়ে যায়।

সুনামগঞ্জ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ওই যুবক ঢাকায় একটি ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করেন। সম্প্রতি করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে তিনি নমুনা পরীক্ষা করেন। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) জানায়, তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তাঁকে আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই নির্দেশ দেয় তাঁর প্রতিষ্ঠানও। কিন্তু তিনি তা না মেনে ১৩ এপ্রিল ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় নিজ বাড়িতে চলে যান।

বাইরে থেকে একজন এসেছেন শুনে পরের দিন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন ওই যুবকের বাড়িতে যান। তখনো স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন জানতেন না যে ওই ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তাই ১৪ দিন নিজ বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে থাকার পরামর্শ দিয়ে তাঁরা চলে যান। কিন্তু গতকাল আইইডিসিআর থেকে জেলা সিভিল সার্জন মোহাম্মদ শামস উদ্দিনকে ওই ব্যক্তির নাম-ঠিকানা দিয়ে পুরো বিষয়টি জানানো হয়। সিভিল সার্জন জানান উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগকে। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের লোকজন পুলিশ নিয়ে ওই বাড়িতে যান। এরপর বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে বিশ্বম্ভরপুর থেকে সুনামগঞ্জ শহরে নেওয়া হয়। গতকাল রাত সাড়ে নয়টায় তাঁকে ভর্তি করা হয় সদর হাসপাতালের করোনো আইসোলেশন ওয়ার্ডে।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চৌধুরী জালাল উদ্দিন মুর্শেদ বলেন, ওই যুবক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য গোপন করেছেন।

সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিষ্ণু প্রসাদ চন্দ বলেন, ওই যুবক একেক সময় একেক কথা বলছিলেন। তিনি স্বীকার করতেই রাজি নন যে তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। পরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) সঙ্গে তাঁর কথা বলিয়ে দিলে তিনি

বিষয়টি স্বীকার করেন। ওই ব্যক্তি আবার যাতে পালিয়ে যেতে না পারেন, সে জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ডের দায়িত্বরত ব্যক্তিদের সর্তক থাকতে বলা হয়েছে। সূত্র-প্রথম আলো

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় একদিনে রেকর্ড ২৪৮২ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে বর্তমানে সবচেয়ে বিধ্বস্ত অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের। গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ডসংখ্যক ২ হাজার ৪৮২ জন মারা যায় এ মহামারীতে।

একদিন আগের ২ হাজার ৪০৭ জনের মৃত্যুর রেকর্ড ভঙ্গ হয় দেশটিতে। প্রতিদিনই রেকর্ড পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে দেশটি। দিন দিন অবস্থার আরও অবনতি হচ্ছে।

ক্রমাগত বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। যুক্তরাষ্ট্রে এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার ৫২৯ জন। এর মধ্যে শুধু নিউইয়র্কেই মারা গেছে ১১ হাজার ৫৮৬ জন।

এদিকে আক্রান্তের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে গেছে সবাইকে। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৩০ হাজার ২০৬ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ৪৮ হাজার ৭০১ জন।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে ৬ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯ জন। তাদের মধ্যে ৫ লাখ ৫৩ হাজার ৩৭২ জন চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা স্থিতিশীল। বাকি ১৩ হাজার ৪৮৭ জনের অবস্থা গুরুতর, যাদের অধিকাংশই আইসিইউতে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা নিউইয়র্কে। সেখানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৫২ জনসহ এ পর্যন্ত মারা গেছে ১১ হাজার ৫৮৬ জন। এবং গত ২৪

ঘণ্টায় ১১ হাজার ৫২৫ জনসহ আক্রান্ত হয়েছে ২ লাখ ১৪ হাজার ৬৪৮ জন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের করোনাভাইরাস টাস্কফোর্সের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও আমেরিকার শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যান্টনি ফসি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, করোনাভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর সংখ্যা লাখ ছাড়াবে। গত মার্চে অবশ্য এক থেকে দুই লাখ মানুষ মারা যেতে পারে বলে আশঙ্কার কথা জানাছিল হোয়াইট হাউস। উল্লেখ্য, চীনের হুবেইপ্রদেশের উহান শহর থেকে এ প্রাণঘাতী ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হয়। তার পর সাড়ে তিন মাস পার হয়েছে। কিন্তু এখনও নিয়ন্ত্রণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

করোনায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সারাবিশ্ব। শুধু গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বজুড়ে ৭ হাজার ৯৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৬০৩ জন।

এ ছাড়া বিশ্বজুড়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২০ লাখ ৮৩ হাজার ৩৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৮৪ হাজার ৫১৫ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ৫ লাখ ১০ হাজার ১৭১ জন।

সব মিলিয়ে বর্তমানে ১৪ লাখ ৩৮ হাজার ২৫৯ জন আক্রান্ত রয়েছে। তাদের মধ্যে ১৩ লাখ ৮৭ হাজার ১১৭ জন চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা স্থিতিশীল। আর ৫১ হাজার ১৪২ জনের অবস্থা গুরুতর, যাদের অধিকাংশই আইসিইউতে রয়েছে।

এ ছাড়া ইতালিতে আক্রান্ত ১ লাখ ৬৫ হাজার ১৫৫, মারা গেছে ২১ হাজার ৬৪৫ জন। স্পেনে আক্রান্ত ১ লাখ ৮০ হাজার ৬৫৯, মারা গেছে ১৮ হাজার ৮১২ জন।
জার্মানিতে আক্রান্ত ১ লাখ ৩৪ হাজার ৭৫৩, মারা গেছে ৩ হাজার ৮০৪ জন। চীনে আক্রান্ত ৮২ হাজার ৩৪১, মারা গেছে ৩ হাজার ৩৪২ জন। ফ্রান্সে আক্রান্ত ১ লাখ ৪৭ হাজার ৮৬৩, মারা গেছে ১৭ হাজার ১৬৭ জন। ইরানে আক্রান্ত ৭৬ হাজার ৩৮৯, মারা গেছে ৪ হাজার ৭৭৭ জন। যুক্তরাজ্যে আক্রান্ত ৯৮ হাজার ৪৭৬, মারা গেছে ১২ হাজার ৮৬৮ জন। বেলজিয়ামে আক্রান্ত ৩৩ হাজার ৫৭৩, মারা গেছে ৪ হাজার ৪৪০ জন।

নেদারল্যান্ডসে আক্রান্ত ২৮ হাজার ১৫৩, মারা গেছে ৩ হাজার ১৩৪ জন। সুইজারল্যান্ডে আক্রান্ত ২৬ হাজার ৩৩৬, মারা গেছে ১ হাজার ২৩৯ জন। তুরস্কে আক্রান্ত ৬৯ হাজার ৩৯২, মারা গেছে ১ হাজার ৫১৮ জন। ব্রাজিলে আক্রান্ত ২৮ হাজার ৭৪৬, মারা গেছে ১ হাজার ৭৫৭ জন।

কানাডাতে আক্রান্ত ২৮ হাজার ৩৭৯, মারা গেছে ১ হাজার ১০ জন। সুইডেনে আক্রান্ত ১১ হাজার ৯২৭, মারা গেছে ১ হাজার ২০৩ জন।

এ ছাড়া ভারতে মোট আক্রান্ত ১২ হাজার ৩৭০, মারা গেছে ৪২২ জন। পাকিস্তানে আক্রান্ত ৬ হাজার ৩৮৩, মারা গেছে ১১১ জন। বাংলাদেশে আক্রান্ত ১ হাজার ২৩১ জন এবং মারা গেছে ৫০ জন।

এ রোগের কোনো উপসর্গ যেমন জ্বর, গলাব্যথা, শুকনো কাশি, শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকষ্টের সঙ্গে কাশি, এর কারণে স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতিও কাজ না করতে পারে, তাই এগুলো দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। সূত্র-যুগান্তর